ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

কেমোর তীব্র যন্ত্রণা নিয়েই 'বিগ বস'-এ হিনা

পৃঃ ৫

'সৌদিতে টাকার জন্য নয়, জিততে এসেছি'

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩২০ ● কলকাতা ● ১২ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● ২৮ নভেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

বাংলাদেশ নিয়ে

গভীর উদ্বেগ প্রকাশ অভিষেকের

বেবি চক্রবর্ত্তী :কলকাতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগ জনক। এই নিয়ে সকলেই খুবই উদ্বিগ্ন। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নানা আক্রমন ও অত্যাচার শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের হিন্দু নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে এর কড়া প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়েছে। এবার এই নিয়ে মুখ খুললেন। এই নিয়ে অভিষেক বুধবার সংসদ চত্বরে অভিষেক সাংবাদিকদের বলেন, 'অন্য দেশের বিষয়ে আমাদের মন্তব্য করা ঠিক না। তবে যে ঘটনাটা ঘটেছে তা অত্যন্ত দুর্ভগ্যজনক।' সেই ভিডিয়ো ক্লিপিং আবার তৃণমূল কংগ্রেস তাদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে পরে তা ডিলিটও করে দেয়। সেই পোস্টে তৃণমূল লিখেছিল, 'বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন।' এখন প্রশ্ন ইউনুস সরকার কি সত্যি ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে পাকিস্তানের দিকে হাত বাড়াতে চাইছে?

এদিনের শুভেন্দু বলেছেন, তারা প্রয়োজনে পেট্রাপোল সীমান্ত আবারোধ করবে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকেও এর আগে বলা হয়েছিল - "বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র শ্রী চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেফতার ও জামিন নাকচ করার বিষয়টি আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ করেছি। বিগত দিনে বাংলাদেশের চরমপন্থীরা হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের উপর হামলা চালিয়ে গিয়েছে। সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের পাশাপাশি চুরি ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে একজন ধর্মীয় নেতাকে গ্রেফতার করা খুবই উদ্বেগের বিষয়।

অভিষেককে দলে কোনঠাসা করা হচ্ছে,

এটা মেনে নেওয়া যায় না - হুমায়ুন কবীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভগবানগোলার তৃণমূল বিধায়ক বেশ কিছুদিন ধরেই দলের ভিতরে নানা বিতর্ক তৈরী করে চলেছেন। সোমবার তৃণমূলের কর্ম সমিতির মিটিং নিয়ে তিনি এবার বোমা ফাটালেন। হুমায়ুন বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কি কোনও যোগ্যতা নেই? কেন কেউ অভিষেককে কোণঠাসা করবে? কোণঠাসা করার চেষ্টা করবে, আর সেটা কি আমরা মেনে নেব?" তিনি আরও বলেন, "বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রীর চারপাশে যাঁরা ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে চাইছেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ আগামী দিনে অন্ধকার হবে।" বেশ বোঝা যায় তার আক্রমনের কেন্দ্রে আছে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরাদ হাকিমের মতো প্রবীণ নেতারা।

হুমায়ুনের মূল লক্ষ, সোমবারের তৃণমূলের সভা আলো করা প্রবীণ ব্রিগেড। গতকালের বৈঠক ঘিরে তৃণমূল অন্দরে একটা রদবদলের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছিল, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি নামের তালিকাও দিয়েছিলেন। এর আগে তৃণমূলে দেখা গিয়েছে, অভিষেকের সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েছে দল। কিন্তু সোমবারের বৈঠকে অন্য ছবিই কার্যত ধরা গিয়েছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে ২০২৬-এর নির্বাচনের রাশ থাকবে মমতার হাতে। তিনি বলেন, তিনি ৪৫ বছর ধরে রাজনীতি করছেন। কিন্তু কখনো নিজের স্বার্থে রাজনীতি করেন নি। আর এখন যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের অনেকেই নিজেদের স্বার্থ গুছিয়ে নিচ্ছে।তিনি বলেন," মুর্শিদাবাদ জেলার দায়িত্বে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই ধরনের কাজ করছেন।" প্রসঙ্গত এখন মুর্শিদাবাদ জেলার দায়িত্বে আছেন ফিরহাদ হাকিম।

'মায়ের বাড়ির গুরুত্ব ধর্মীয় বিশ্বাসের

দিক থেকে ও ঐতিহাসিক দিক থেকে অপরিসীম' - ফিরহাদ হাকিম

কলকাতা : নিউজ সারাদিন : মঙ্গলবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধের প্রকল্প 'মায়ের ঘাটের সৌন্দর্যায়ন' পরিদর্শনে যান মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এদিন কাজ পরিদর্শনের সময় মেয়রের সঙ্গে মঠের তরফে তারক মহারাজ, স্থানীয় কাউন্সিলর বাপি ঘোষ, বস্তি বিভাগের মেয়র পরিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দার-সহ একাধিক আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। মেয়র বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর অত্যন্ত সখের এই প্রকল্প ।আর মায়ের বাড়ির গুরুত্ব ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে ও ঐতিহাসিক দিক থেকে অপরিসীম । ফলে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে এই প্রকল্পের কাজ চলছে । আন্তর্জাতিক পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।" ধাপে ধাপে চলছে সেই সৌন্দর্যায়ন কাজ । ইতিমধ্যেই, অনেক কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে । প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ করে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজে হাত দিয়েছে কলকাতা পৌরসভা। এই পর্বে বস্তিবাসীদের জন্য একগুচ্ছ পরিকল্পনা আছে মেয়েরের। তিনি বলেন, 'সৌন্দর্যায়নের দ্বিতীয় ধাপে বস্তিবাসীদের জন্য 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের আওতায় তৈরি হচ্ছে ফ্ল্যাট ।' কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, বাগবাজারে সারদা মায়ের বাড়ির আশপাশে থাকা প্রায় ৩০০টি পরিবারকে 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্প ফ্ল্যাট দেওয়া

এরপর ৩ পাতায়

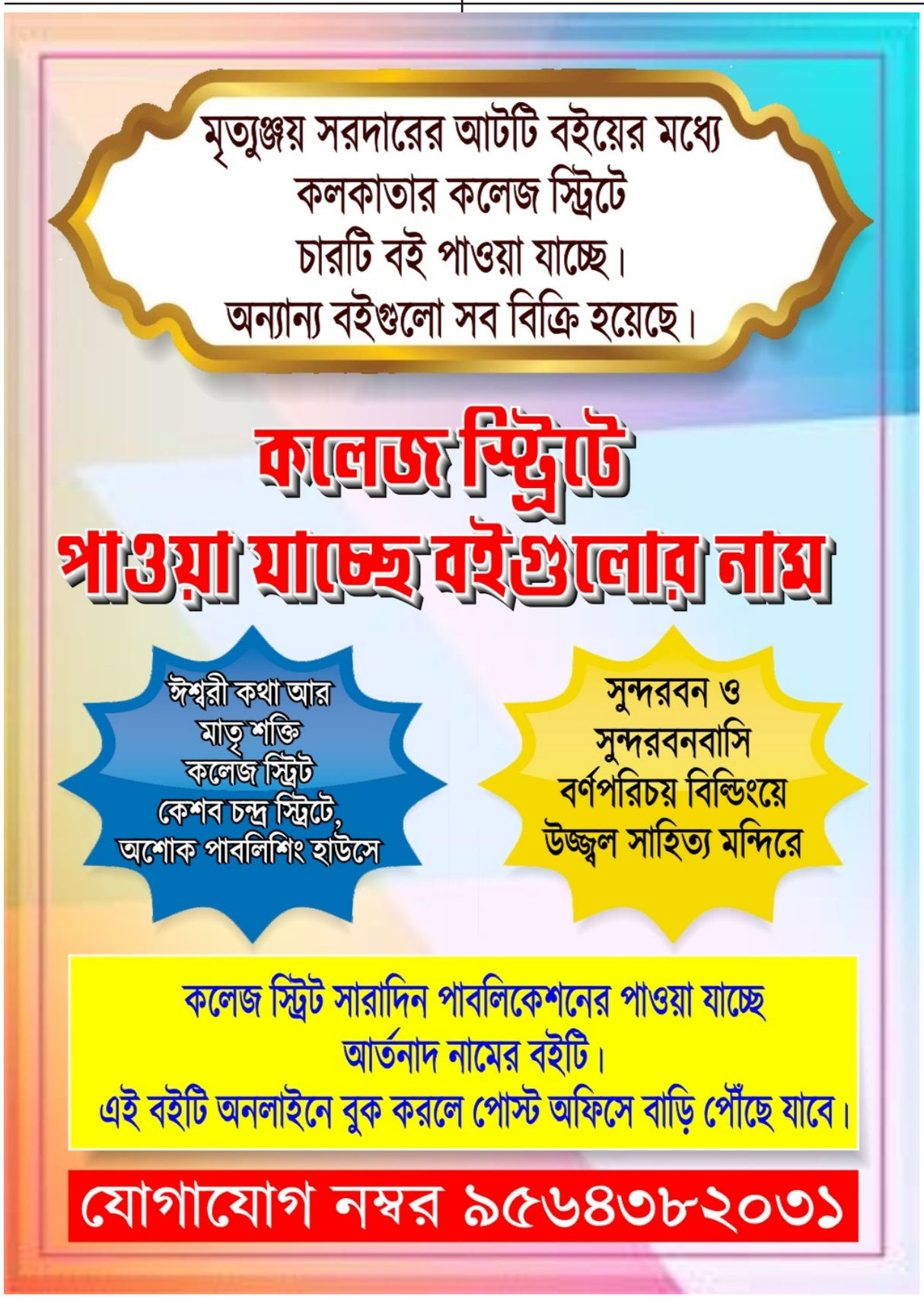

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামাঙ্কিত

অর্চনা পোস্ট অফিসের বেহাল দশা

বেবি চক্রবর্ত্তী

সংবাদ দাতা : নিউজ সারাদিন : পুরানো কলকাতার ইতিহাসের সাক্ষী অর্চনা পোস্ট অফিস, উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে তৎকালীন বসবাসরত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে হাতে অর্চনা পোস্ট অফিস থেকে চিঠি নিয়ে যেতেন। অর্চনা নামক সাংস্কৃতিক মাসিক পত্রিকাটিকে। পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল এর প্রথম চিঠি এসেছিল এই অর্চনা পোস্ট অফিসে। এছাড়াও ছিল অজানা কত ইতিহাসের সাক্ষী ছিল এই পোস্ট অফিস। এছাড়াও চিত্তরঞ্জন এভিনিউ পেরিয়ে চোখে পড়বে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির তোরোন দ্বার সেই তোরোন দ্বার অতিক্রম করলেই হাতের ডানদিকে দেখতে পাবেন লাল রঙের একটা বাড়ি সেই বাড়ির নিচেই একটা পোষ্ট অফিস তাতে বোর্ডে লেখা আছে অর্চনা সাব পোস্ট অফিস । আদপেই এক ঝলক দেখে মনে হবে আর পাঁচটা সাধারণ পোষ্ট অফিসের মতো কিন্ত তা একেবারেই নয় বরং এই অর্চনা পোস্ট অফিসের সাথে জড়িয়ে আছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি ।১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথ নামাঙ্কিত অচর্না মাসিক পত্রিকার অবলম্বনে পোস্ট অফিসের নাম অর্চনা পোস্ট অফিস। এছাড়াও ১৩২০ সালে কৃষ্ণদাস চন্দ্র সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত অর্চনা মাসিক পত্রিকা। এটি অচর্না সাহিত্য মাসিক পত্রিকাটি গল্প - উপন্যাস- কবিতা - ছড়া প্রমুখ ছিল সাংস্কৃতিক ভাবধারা। এই অর্চনা পত্রিকায় লেখালেখি করাই নয় বরং পত্রিকার নামকরণও করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । সেই অর্চনা পত্রিকার থেকেই এই পোষ্ট অফিসেরও নাম অর্চনা রাখেন কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । একসময়ে এই অর্চনা পত্রিকাটা এই অর্চনা পোস্ট অফিসে এসে স্টক করা হতো এবং খোদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পোষ্ট অফিসে এসে সেই অর্চনা পত্রিকা নিয়ে যেতেন। বর্তমান সময়ে যে বাড়িটার নিচে রবীন্দ্রনাথের নাম দেওয়া এবং রবীন্দ্র পদধূলি ধন্য পোষ্ট অফিস বর্তমানে এই বাড়িটার খুবই জরা জীর্ণ দশা । পলেস্তারা খসে পড়ছে চাঙর ভেঙে পড়ছে ছাদ থেকে । একপ্রকার বিপদ মাথায় নিয়ে কাজ করে চলেছেন রবীন্দ্রনাথের নাম দেওয়া এবং রবীন্দ্র পদধূলি ধন্য অর্চনা পোস্ট অফিসেরই দুই স্টাফ । তাদের অভিযোগ বার বার ডাক বিভাগের শীর্ষ আধিকারিকদের কাজেও অভিযোগ জানিয়েও কোনো লাভ হয় নি । বর্তমানে বাড়ির মালিক চাইছে এখান থেকে এই ঐতিহ্য মন্ডিত পোষ্ট অফিস উঠে যাক এমনই অভিযোগ জানালেন এই পোষ্ট অফিসেরই এক ব্যক্তি । বর্তমানে এই অর্চনা পোষ্ট অফিস নিয়ে বাড়ির মালিক কেস করে বসেছেন এবং রাজ্য সরকারও সহযোগিতার হাত বাড়াচ্ছেন না । রবীন্দ্রনাথের নামকরণ করা এবং রবীন্দ্র পদধূলি ধন্য এই অর্চনা পোস্ট অফিসের বাইরে নেই কোনো ফলক। একপ্রকার নীরবেই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মুখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম রাখা এই অর্চনা পোস্ট অফিস। রাজ্য এবং কেন্দ্রের সহৃদয় সহযোগিতা পেলে আবার আলোকিত প্রাণময় হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম রাখা এই অর্চনা পোস্ট অফিস।

বন্দুকের নলে ইমরান সমর্থকদের বিক্ষোভ দমন পাক সেনার

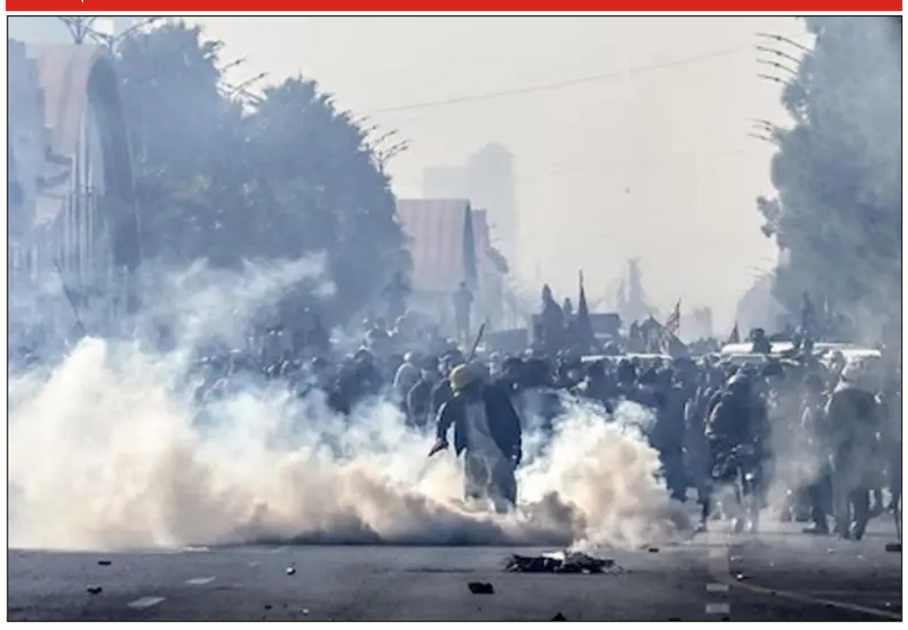

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের মুক্তির দাবিতে ইসলামাবাদের রাজপথে নেমেছিল লক্ষ লক্ষ সমর্থক। জানা যায়, ইসলামাবাদের ডি চকের রাস্তায় বিক্ষোভকারীদের হামলায় মৃত্যু হয় ৬ নিরাপত্তারক্ষীর। অবশেষে সেনার বন্দুকের নলে সেই বিক্ষোভ দমন করল শাহবাজ শরিফের সরকার।বুশরার বোন মারিয়ম রিয়াজ ভুট্টো এক ভিডিও বার্তায় জানান, বুশরা বিবি গত রাতে মানশোরায় ছিলেন। সেখান থেকে সকালে রাজধানী ফিরছিলেন তিনি। তার পর থেকে এখনও তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। শাহবাজ সরকারের দিকে আঙুল তুলে ভিডিওবার্তায় মারিয়ম বলেন, আমার বোন কোথায় তার জবাব সরকারকে দিতে হবে। অনুমান করা হচ্ছে, রাস্তাতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পাক পুলিশ।এই ঘটনায় কয়েক হাজার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে খবর। শুধু তাই নয়, ইমরান খানের স্ত্রী বুশরা বিবির কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে দাবি করেছেন তাঁর বোন। ইসলামাবাদের জেলে বন্দি অবস্থাতেই রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদর্শন করেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। প্রিয় নেতার কারামুক্তির দাবিতে গত রবিবার থেকে উত্তাল হয়ে ওঠে পাকিস্তান। ইমরানের স্ত্রী বুশরা বিবির নেতৃত্বে চলা এই আন্দোলনে সংঘর্ষে ৬ জন সেনার মৃত্যু হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ইসলামাবাদের রাস্তায় সেনা মোতায়েন করে পাকিস্তান। দেখামাত্রই গুলি চালানোরও নির্দেশ দেওয়া হয়। এর পর বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে রাতভর অভিযান চালায় সেনা। বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে চলে গুলি। সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, বুধবার সকালে ইসলামাবাদের রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায় প্রচুর গুলির খোল। এর পরই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয় ইমরানের দল 'পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ' (PTI)। ইমরান খানের স্ত্রী বুশরা বিবি সমর্থকদের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছিলেন, 'যতদিন না ইমরান জেলমুক্ত হচ্ছেন ততদিন এই আন্দোলন চলবে।' তবে বিক্ষোভ দমনে সেনা মাঠে নামতেই বুধবার আন্দোলন প্রত্যাহারের বিষয়ে বিবৃতি দিয়ে পিটিআই-এর তরফে জানানো হয়েছে, 'সরকার আন্দোলন দমন করতে ভয়াবহ হিংসার আশ্রয় নিয়েছে। নৃশংস শাহবাজ সরকার ফ্যাসিবাদী সেনা শাসনের মাধ্যমে পাকিস্তানে নরসংহারের চেষ্টা চালিয়েছে। দেশজুড়ে নৃশংস হত্যালীলা চলছে২ অন্যদিকে জানা যাচ্ছে, সরকারের কঠোর দমননীতির মাঝেই অপহৃত হয়েছেন ইমরানের স্ত্রী বুশরা বিবি।

ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া

অস্ত্রশস্ত্র সহ পাঁচ দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করলো ধনিয়াখালি থানার পুলিশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া অস্ত্র সস্ত্র সহ পাঁচ দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করলো ধনিয়াখালি থানার পুলিশ।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, হুগলি

জানা গেছে গত কাল গভীর রাতে একটি মারুতি ভ্যানে চেপে পাঁচ জনের একটি দুষ্কৃতী দল ধনিয়াখালীর দশঘড়া এলাকায় এসে ডাকাতির তোড়জোড় শুরু করছিল, পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হানা দিতেই দুষ্কৃতীরা মারুতি ভ্যানে চড়ে চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করে।পুলিশ মারুতি গাড়ির পিছনে ধাওয়া করে গাড়িটি আটকে পাঁচ দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতরা হল ষষ্ঠী কোরা, মুস্তাক আলী, অরূপ পাখিরা, শেখ সাবীর, সেখ কাদের মন্ডল। এদের বাড়ি গুরাপ পোলবা এবং দাদপুর থানা এলাকায়। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ভোজালি, শাটার কাটার ব্লেড সহ অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র। পুলিশ ধৃতদের চুঁচুড়া আদালতে পাঠায়। ধনিয়াখালি থানার ওসি কৌশিক দত্তের নেতৃত্বে এটি একটি বড় সাফল্য বলে মনে করা হচ্ছে।

শ্রী রাম স্বাভিমান পরিষদের

প্রথম হিন্দু রাষ্ট্র অধিবেশন অনুষ্ঠিত

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : কলকাতা মহানগরীতে "শ্রী রাম স্বাভিমান পরিষদ" এর প্রথম হিন্দু রাষ্ট্র অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৫টিরও বেশি হিন্দু সংগঠন এই অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করে এবং হিন্দু রাষ্ট্রের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করে। শ্রী রাম স্বাভিমান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সুরজ কুমার সিং-এর উদ্যোগে, হিন্দু কর্মী ও সংগঠনগুলিকে পরিষদ কর্তৃক "ধর্মবীর পুরস্কার" দিয়ে সম্মানিত করা হয়। যাতে এটি সমাজে হিন্দুত্বের পক্ষে কাজ করা লড়াকু সংগঠন এবং ধর্মীয় নেতাদের অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে। সংগঠনের তরফে, অঞ্জনী পুত্র সেনা, হিন্দুত্ব নেতা বীরবাহাদুর সিং, প্রমোদ দুবে, জয় অফ শেয়ারিং ফাউন্ডেশন এবং ইউনিটি ডিসক্রাইব স্ট্রেন্থের মতো সংগঠনগুলি, যারা হাওড়ায় বিখ্যাত রাম নবমী শোভাযাত্রার আয়োজন করেছিল, তারাও ধর্মবীর পুরস্কার - ২০২৪-এ দিয়ে সম্মানিত করা হয়। ২০০ টিরও বেশি সনাতন প্রেমীদের উপস্থিতিতে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে, পশ্চিমবঙ্গে একটি যৌথ হিন্দি ফোরাম প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে শতাধিক সংগঠন যোগ দেবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে। একই সময়ে, হাওড়ায় হিন্দু জনজাগৃতি সমিতির পক্ষ থেকে মন্দির এবং পুরোহিতদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি সম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়েছিল যাতে মন্দিরগুলি সংযুক্ত এবং একত্রিত হয়।

৩০০ বিঘের জলাশয়ে 'চুপিচুপি'

চলছিল ভরাটের কাজ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শহরের প্রায় ৩০০ বিঘা জলাভূমি 'শশাঙ্ক বিল' ভরাট করার চেষ্টার অভিযোগকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ে। আনন্দবাজার অনলাইনেই প্রথম এই খবর প্রকাশিত হয়। তার পরই নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। বুধবার বর্ধমান পুরসভার চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকারের নির্দেশে আপাতত বন্ধ হয়ে গেল জলাশয় ভরাটের কাজ। পুরসভার রেকর্ড অনুযায়ী, জমিটি ২০০৮ সালের ২৪ জানুয়ারি ৩৩৩ নম্বর দলিল মূল্যে বিক্রি হয়। সেই সময় জমির চরিত্র যে বিল এবং জলাভূমি ছিল তা পুরসভার নথিতেই পরিষ্কার। জমির চরিত্র বদলের আবেদন জমা পড়ার পর পুরসভার

এরপর ৩ পাতায়

পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সাংস্কৃতিক দপ্তর - এর উদ্যোগে

আজ হুগলী জেলা কর্মকর্তাদের সাথে রবীন্দ্রভবনে নাট্যমেলা অনুষ্ঠিত হলো

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সাংস্কৃতিক দপ্তর - এর উদ্যোগে আজ হুগলী জেলা কর্মকর্তাদের সাথে রবীন্দ্র ভবনে চতুর্বিংশ নাট্যমেলা শুভ উদ্বোধন

বেবি চক্রবর্ত্তী :হুগলি

হলো।হুগলী তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্হাপনায় বৃহস্পতিবার চুঁচুড়া রবীন্দ্র ভবনে শুরু হলো চতুর্বিংশতি নাট্যমেলা। পাঁচদিনের এই নাট্যোৎসবের উদ্বোধনের আগে জেলার শতাধিক নাট্যদল ও সাংস্কৃতিক দলকে নিয়ে বর্ণাঢ্য পদযাত্রায় আয়োজন করা হয়। পদযাত্রায় ছিল লোকশিল্পীরা। আটটি নাটকের দল এই

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

'মায়ের বাড়ির গুরুত্ব ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে ও ঐতিহাসিক দিক থেকে অপরিসীম' - ফিরহাদ হাকিম

হবে। সাজিয়ে তোলা হবে সারদা মায়ের বাড়ি থেকে মায়ের ঘাটে যাওয়ার রাস্তা । বস্তিবাসীদের ফ্ল্যাটে স্থানান্তরিত করে সেই সব জায়গা নতুন গাছ লাগিয়ে ও আলো দিয়ে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে কলকাতা কর্পোরেশনের । বস্তিবাসীদের জন্য মোট ১১টা টাওয়ার তৈরি করা হবে । এক একটি ফ্লোরে ৪টি করে ফ্ল্যাট থাকবে । এক একটি ফ্ল্যাট গড়ে ৪০০ বর্গফুট আয়তনের হবে ।মোট ২২০টি পরিবার পাবে নতুন ফ্ল্যাট । আগামী ২০২৫ সালের পুজোর আগেই শেষ হবে ফ্ল্যাট তৈরির এই কাজ । এই দফায় রাজ্যের খরচ হচ্ছে মোট ২০ কোটি টাকা।

২ পাতার পর

পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সাংস্কৃতিক দপ্তর - এর উদ্যোগে আজ হুগলী জেলা কর্মকর্তাদের সাথে রবীন্দ্রভবনে নাট্যমেলা অনুষ্ঠিত হলো

নাট্যমেলায় নাটক পরিবেশন করবে। এদিনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এই নাট্যমেলার উদ্বোধন করেন জিলা সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অসিত মজুমদার, চুঁচুড়া পৌরসভার পৌরপ্রধান অমিত রায়,নাট্য আকাদেমির সচিব দেবকুমার হাজরা, অতিরিক্ত জেলাশাসক তরুণ ভট্টাচার্য, সদর মহকুমা শাসক স্মিতা শুক্ল সান্যাল সহ বিশিষ্টজনেরা।

২ পাতার পর

৩০০ বিঘের জলাশয়ে 'চুপিচুপি' চলছিল ভরাটের কাজ

দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউন্সিলার এবং আধিকারিকেরা জমি পরিদর্শনে যান। সে সময় পুরসভার তরফে বিভিন্ন দফতরে জমির চরিত্র বদলের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়। তার পরেও কী ভাবে জলাজমি শালিতে পরিণত হল তা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। প্রভাবশালীদের তত্ত্বাবধানেই জলাজমির চরিত্র বদল হয়েছে বলে মনে করছেন শহরবাসী। গত রবিবার বর্ধমান শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডে ও তার আশপাশে ব্যাপক প্রচার করে বিজ্ঞানমঞ্চ।জেলাশাসকের সিদ্ধান্ত মেনেই পরবর্তী পদক্ষেপ, জানিয়ে দিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান।

'শশাঙ্ক বিল' ভরাটকে কেন্দ্র করে গত কয়েক দিন ধরেই উত্তেজনা ছড়িয়েছিল বর্ধমান শহরে। স্থানীয়দের দাবি, সকলের অজান্তেই মাটি খোঁড়ার মেশিন এনে জলাভূমি ভরাটের কাজ চলছে। অভিযোগ, এক অসাধু চক্র এই কাজ করছে। বিষয়টি যাতে প্রকাশ্যে না আসে, সেই কারণে বিলের জায়গায় বড় টিনের গেট করে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়দের ওই অংশে প্রবেশে 'বাধা' দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ।

সেই খবর পেয়ে বুধবার দুপুরে বর্ধমান পুরসভার চেয়ারম্যান সদলবলে শশাঙ্ক বিল পরিদর্শনে যান। তিনি যখন সেখানে পৌঁছন, তখন পুরোদমে জলাভূমি ভরাটের কাজ চলছিল। তিনি গিয়েই জলাশয় ভরাটের কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেন। পরেশ বলেন, "এটা বিশাল জলাশয়। এখানে ভরাটের কাজ যাঁরা করছেন আর ভূমি সংস্কার দফতর দু'জায়গায় ভিন্ন কাগজ আছে। ভরাটের কাজ করছে যে সংস্থা, তাদের কাছে যা কাগজ আছে তাতে লেখা হাউসিং কমপ্লেক্স তৈরি করার কথা। কিন্তু ভূমি সংস্কার দফতরের কাগজে লেখা অন্য কথা। তাই আমরা গোটা বিষয়টি জেলাশাসকের কাছে পাঠাব। জেলাশাসক সব পক্ষের কাগজপত্র দেখে যে সিদ্ধান্ত নেবেন তা মানা হবে।"পুরসভার চেয়ারম্যান আসার আগে ওই এলাকায় এসেছিলেন বর্ধমান ১ নম্বর ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক বিশ্বজিৎ ঘোষ। কিন্তু বিল ভরাটের জায়গায় প্রবেশ করতে তাঁকে বেশ বেগ পেতে হয়। যদিও পরে সেখানে ঢুকে পরিদর্শন করেন। বিশ্বজিৎ বলেন, "আমি অতিরিক্ত জেলা শাসকের (ভূমি) নির্দেশে পরিদর্শনে এসেছি। আমি রিপোর্ট জমা দেব অতিরিক্ত জেলা শাসকের কাছে।"

যদিও জলাশয় ভরাটের দায়িত্বে থাকা সংস্থার ইঞ্জিয়ার চিন্ময় সাহা বলেন, "আমরা বেআইনি ভাবে কোনও কাজ করিনি। তবে পুরসভার চেয়ারম্যান এখন কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই কাজ বন্ধ রাখা হচ্ছে।" এ বিষয়ে জেলাশাসক আয়েশা রানী বলেন, "অভিযোগ পেয়েছি। আমি ভূমি দফতরকে বলেছি তদন্ত করতে। "কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে 'বিতর্কিত' শশাঙ্ক বিলের জমির চরিত্র বদল হয়। ২০১৫ সালে জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক জমির চরিত্র হাউসিং কমপ্লেক্সে পরিবর্তনের নির্দেশ দেয়। কিন্তু তার পরিপ্রেক্ষিতে জমির চরিত্র বদলের যে দাবি পুরসভা করছে, তাতে বিস্তর গলদ ধরা পড়ে। ২০১৪ সালের ৮ মার্চ পুরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান একটি নির্দেশিকা জারি করেন। তাতে উল্লেখ ছিল, হাই কোর্টের আইনজীবীর অতিরিক্ত হলফনামা অনুযায়ী পুরসভার যে 'নো অবজেকশন' সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, তাতে জালিয়াতি করা হয়েছে। শংসাপত্রে চেয়ারম্যানের সই জাল করার এবং ভুয়ো মেমো নম্বর বসানোর অভিযোগ ওঠে। যার পরিপ্রেক্ষিতে চেয়ারম্যান চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গড়েন। তদন্তের পর চেয়ারম্যান 'নো অবজেকশন' সার্টিফিকেটের বিষয়ে তাঁর আপত্তির কথা জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিককে জানিয়েছিলেন। বর্ধমান থানায় এ বিষয়ে তিনি অভিযোগ দায়ের করেন। তার পর হঠাৎ করে জলাভূমি বোজানোর কাজ শুরু হওয়ায় বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে মহা জট, ফড়নবিশকে জরুরি তলব দিল্লিতে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :বিধানসভার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পরে ৯৬ ঘন্টা অতিবাহিত হতে চলল। তবুও বুধবার (২৭ নভেম্বর) পর্যন্ত স্পষ্ট নয় ভারতের মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে কে বসবেন। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের পদ নিয়ে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের শিবসেনার সঙ্গে বিজেপির স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়েছে। আর ওই স্নায়ুযুদ্ধে কোনও পক্ষই নিজেদের অবস্থান থেকে পিছু হঠতে রাজি নয়। উল্টে দুই শিবিরের নেতারাই লাগাতার বিবৃতি দিয়ে চলেছেন। তাতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে।

এ পরিস্থিতিতে রাজ্যে জরুরি অবস্থা জারির জন্য রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণণের কাছে আর্জি জানিয়েছে উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা। তবে মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে জটিলতা কাটাতে উদ্যোগী হয়েছে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব। ইতিমধ্যেই দিল্লিতে জরুরি তলব করা হয়েছে বিদায়ী উপমুখ্যমন্ত্রী তথা পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার অন্যতম দাবিদার দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে। বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করে রাজ্যের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি জানাবেন তিনি।

অন্যদিকে, মহায়ুতি জোটের অন্যতম শরিক শিবসেনার সুপ্রিমো তথা বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেকে নতুন সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব। এ ক্ষেত্রে দেবেন্দ্র ফড়নবিশের উদাহরণও দিয়েছেন। যদিও উপমুখ্যমন্ত্রী পদ নিতে রাজি না হওয়ার কথা বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন শিন্ডে।

এদিন শিবসেনার মুখপাত্র সঞ্জয় শিরসাত স্পষ্ট জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে একনাথ শিন্ডেকে সামনে রেখেই বিধানসভা ভোটে লড়েছিল মহায়ুতি। তাই জোটের অপ্রত্যাশিত ফলাফলের কৃতিত্ব তার। সেই কারণে মুখ্যমন্ত্রী পদে ফের শিন্ডেই সবচেয়ে যোগ্য। যিনি রাজ্যের এক নম্বর পদে আসীন ছিলেন, তাকে দ্বিতীয় পদে বসানোর প্রস্তাব অসম্মানজনক। ওই প্রস্তাব মানার প্রশ্নই ওঠে না।

সহযাত্রীর দেওয়া চা খেয়ে ঢুলে পড়লেন কাঞ্চনকন্যায়

বাংলাদেশ থেকে ভারতে বেড়াতে আসা ইয়ানা তাকিয়ে প্রশাসনের দিকে। --নিজস্ব চিত্র।

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সহযাত্রীদের সঙ্গে গল্প জমেছিল বেশ। চা হাতে নিয়ে এই দেশ, ওই দেশ নিয়ে অনেক কথাবার্তা হল। তার পর নিজের বার্থে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন দুই বাংলাদেশি। জ্ঞান যখন ফিরল, তখন তাঁরা হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে। সহযাত্রীর 'উষ্ণ অভ্যর্থনা'য় সর্বস্ব খুইয়ে মাথায় হাত দুই বাংলাদেশি পর্যটকের!অন্য দিকে, বিদেশবিভুঁইয়ে এসে দু'জনে সব জিনিসপত্র খুইয়েছেন বলে জানিয়েছেন ইয়ানা। তিনি বলেন, "আমার হাতে সোনার ব্রেসলেট ছিল, ব্যাগে প্রায় ৭ হাজার টাকা ছিল। তা ছাড়া কিছু বিদেশি মুদ্রা রেখেছিলাম। আমার ভাইয়ের কাছে প্রায় ১০ হাজার টাকা ছিল। সে সব লুট হয়ে গিয়েছে। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি। প্রশাসনের কাছে আমাদের আবেদন, আমরা তো সর্বস্ব খুইয়েছি। কোনও প্রকারে আমাদের বেনাপোল সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার বন্দোবস্ত করুন। তা হলে আমরা দেশে ফিরে যেতে পারি।''সাহায্যের জন্য প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন। গত ২৪ নভেম্বর শিলিগুড়ি যাবেন বলে শিয়ালদহ থেকে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে উঠেছিলেন বাংলাদেশের বাসিন্দা ইয়ানা এবং তাঁর ভাই। ট্রেনে তাঁদের সিট ছিল 'আরএসি ৬৩'। ওই মহিলা জানান, 'আরএসি ৫৭'-র দুই সহযাত্রী তাঁদের সঙ্গে অনেক গল্প করেন। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির খোঁজ নেন। রাজনীতি থেকে সংসারের টুকিটাকি, নানা কথা বলছিলেন তাঁরা। রাত গভীর হলে ঘুমিয়ে পড়েন সবাই।

তার পর?

বাংলাদেশি পর্যটক ইয়ানা বলেন, "রাত ৩টে নাগাদ আমাদের ঘুম থেকে তুলে দেন ওই দু'জন। ডেকে বলেন, তাঁরা এখনই নেমে যাবেন। ওঁরা বললেন, আমাদের কেউ এক জন চাইলে ওঁদের সিটে গিয়ে আরাম করে ঘুমিয়ে পড়তে পারি। তার পর আমাদের চা খেতে দেন। নিমরাজি হলেও ওঁদের জোরাজুরিতে কাপটা হাতে নিই। চা খেয়ে সিটে গিয়ে ব্যাগপত্র মাথার কাছে রেখে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তার পর আর কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরল, জানলাম শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে শুয়ে রয়েছি!" ইয়ানার সঙ্গে তাঁর ভাইও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁদের নেশাজাত কোনও জিনিস খাওয়ানো হয়েছিল বলে মনে করছেন চিকিৎসকেরা।

শিলিগুড়ি জিআরপির এসপি কুনওয়ার ভূষণ সিংহ জানিয়েছেন, বিষয়টি তাঁরা তদন্ত করছেন। খড়্গপুর জিআরপির সঙ্গে যৌথ ভাবে কাজ করা হচ্ছে। অভিযুক্তদের ধরার চেষ্টা চলছে।

শ্যামদেব রাই চৌধরীর প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রীর

নতুন দিল্লি, ২৬ নভেম্বর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ প্রবীণ বিজেপি নেতা শ্যামদেব রাই চৌধরীর প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন করেছেন। তিনি বলেন, শ্রী চৌধরী তাঁর সারা জীবন ধরে মানুষের সেবায় কাজ করে গেছেন এবং কাশীর উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

এক্স পোস্টে এক বার্তায় শ্রী মোদী লিখেছেন :

"জনসেবায় নিজের জীবন উৎসর্গকারী প্রবীণ বিজেপি নেতা শ্যামদেব রাই চৌধরীর প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত। ভালোবেসে আমরা সবাই তাঁকেওদাদু বলে ডাকতাম। শুধুমাত্র সংগঠন দেখাশোনা নয়, সেই সঙ্গে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন, কাশীর উন্নয়নে তিনি গোটা জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁর মৃত্যু কাশীর পাশাপাশি গোটা রাজনৈতিক জগতের পক্ষে এক অপূরণীয় ক্ষতি। এই শোকের মুহূর্তে তাঁর পরিজন এবং অনুগামীদের ঈশ্বর শক্তিদান করুন। ওম শান্তি!"

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ৩২০ সংখ্যা ২৮ নভেম্বর, ২০২৪ বৃহস্পতিবার ১২ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

সংবিধান গৃহীত হওয়ার ৭৫ বছর উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন রাষ্ট্রপতি

সংবিধান গৃহীত হওয়ার ৭৫ বছর উপলক্ষে আজ পুরোনো সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মু।

ভাষণে রাষ্ট্রপতি বলেন, ৭৫ বছর আগে এই দিনে 'সংবিধান সদন'-এর এই কেন্দ্রীয় কক্ষেই প্রতিনিধি পরিষদ নতুন স্বাধীন দেশ ভারতের সংবিধান প্রনয়ণের কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। ওই দিনই ভারতের মানুষ নিজেদের এই সংবিধান গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, আমাদের সংবিধান আমাদের গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের শক্তিশালী ভিত্তি। আমাদের সংবিধান আমাদের সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত মর্যাদা নিশ্চিত করে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তিতে দেশের মানুষ 'স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব' উদযাপন করেছেন। আগামী বছর ২৬ জানুয়ারি আমরা নিজেদের সাধারণতন্ত্রের উদযাপন করবো। ওই সমারোহ আমাদের বিকাশের যাত্রাকে ফিরে দেখা এবং আগামীদিনের যাত্রাকে আরও সুপরিকল্পিত করে তোলার সুযোগ এনে দেবে। আমাদের ঐক্য এবং জাতীয় লক্ষ্য পূরণে সমন্বিত প্রয়াসের বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রায় তিন বছর দেশের কৃতি সন্তানদের আলাপ-আলোচনার পর গৃহীত এই সংবিধান প্রকৃতপক্ষে আমাদের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের ফসল বলে রাষ্ট্রপতি মন্তব্য করেন। সেই সংগ্রামের আদর্শ ধরা রয়েছে সংবিধানের প্রস্তাবনায়- যা হল ন্যায় বিচার, স্বাধীনতা, সমতা ও সৌভ্রাতৃত্ব। যুগ যুগ ধরে ভারতকে পরিচালিত করেছে এই ভাবধারা, তৈরি করেছে এমন এক পরিবেশ যেখানে প্রতিটি নাগরিক সমৃদ্ধ হওয়ার, সমাজে অবদান রাখার এবং সহ-নাগরিকদের সহায়তা করার সুযোগ পান।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, আমাদের সাংবিধানিক আদর্শ শক্তি সঞ্চয় করে প্রশাসন, আইনসভা, বিচার বিভাগ এবং নাগরিকদের কর্মকাণ্ডের উৎস থেকে। সংবিধানে প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক দায়িত্বের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখিত। এই বিষয়গুলির মধ্য রয়েছে ভারতের ঐক্য বজায় রাখা, সমাজে সম্প্রীতির আবহের লালন, মহিলাদের মর্যাদা নিশ্চিত করা, পরিবেশ রক্ষা, বৈজ্ঞানিক ভাবধারার প্রসার, দেশের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ এবং দেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ। সংবিধানের আদর্শ অনুযায়ী সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে প্রশাসন, আইনসভা এবং বিচার বিভাগকে একযোগ কাজ করতে হবে বলে রাষ্ট্রপতি মনে করিয়ে দেন। সংসদে প্রণীত নানান আইনি সংস্থানে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, বিগত কয়েক বছরে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের, বিশেষত দুর্বলতর গোষ্ঠীর উন্নয়নে সরকার একের পর এক পদক্ষেপ নিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের উদ্যোগে আমাদের বিচার বিভাগকে আরও কার্যকর করে তোলার কাজ চলছে।

আমাদের সংবিধান এক প্রগতিশীল জীবন্ত দলিল বলে রাষ্ট্রপতি মন্তব্য করেন। আমাদের দূরদর্শী সংবিধান প্রণেতারা সময়ের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন আদর্শকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত এক প্রনালী গড়ে দিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপতি। সংবিধানের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বিকাশের প্রশ্নে আমরা বহু গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অতিক্রম করেছি বলে তিনি মন্তব্য করেন। নতুন দৃষ্টিকোন থেকে নেওয়া উদ্যোগের সুবাদে ভারত আন্তর্জাতিক আঙিনায় নতুন পরিচিতি লাভ করেছে বলে তিনি মনে করেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, যে, আমাদের সংবিধান প্রণেতারা চাইতেন বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করুক। সেই অনুযায়ী ভারত আজ 'বিশ্ব-বন্ধু' হয়ে উঠেছে। এক শতকের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ব্যাপী সাংবিধানিক যাত্রায় এই দেশ নিজের সক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছে। যা কিছু শেখা গেছে, তা পরবর্তী প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে হবে বলে রাষ্ট্রপতি মনে করিয়ে দেন। তিনি বলেন, ২০১৫ সাল থেকে প্রতি বছর 'সংবিধান দিবস'-এর উদযাপন সংবিধান সম্পর্কে আমাদের যুব প্রজন্মের সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে। প্রতিটি নাগরিককে নিজের জীবনচর্যায় সাংবিধানিক আদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে, মৌলিক দায়িত্ব পালনে আরও উদ্যোগী হতে এবং ২০৪৭ নাগাদ 'বিকশিত ভারত'-এর নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে উদ্যোগী হতে বলেন রাষ্ট্রপতি।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(পঞ্চম পর্ব)

যে বুদ্ধ যখন বোধিবৃক্ষের নীচে ধ্যানরত, তখন তাঁকে বাধা দিতে, বিঘ্ন ঘটাতে এসেছেন কালী এবং মারঃ চীনা অনুবাদে কালীকে গ-শরধ-করেছেন এবং বুদ্ধকে আক্রমণ করেছেন। এই বৌদ্ধবিরোধী কালীকেই পরবর্তী কালে বৌদ্ধ বজ্রযান তারায় পরিণত করেছে, তারপরে আবার ব্রাহ্মণ্যবিরোধী তারাকে শাক্তরা ব্রহ্মময়ীতে পরিণত করেছে (৬৯)।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত আমাদের মনে করিয়েছেন যে রঘুবংশে রামের সঙ্গে যুদ্ধরত তাড়কা রাক্ষসীর রূপকে বলাকিনী কপালকুণ্ডলা কালীর সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়েছেঃ "তাড়কা চলকপালকুণ্ডলা কালিকেব নিবিড়া বলাকিনী" (ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য ৬৫)। এখানে তাড়কা ও কালীর মধ্যে ইকুইভ্যালেন্স ঘটার বিষয়টা প্রণিধানযোগ্য। অর্থাৎ একটি ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক বিরোধিতা আছে কালীর প্রতি।

তাই শেষ পর্যন্ত আমাদের মা কালীর পায়ের তলায় যিনি পদদলিত, সেই প্রতীকী পুরুষটি কি সমস্ত পুরুষতান্ত্রিক ধর্মেরই প্রতিনিধিত্ব করেন না? বিশেষত পালযুগের বজ্রযানে যে এক বিশেষ শ্রেণীর দেবতা অক্ষোভ্যকুলে দেখা যায় যাঁদের বৈশিষ্ট্য হল তাঁরা পায়ের তলায় বিভিন্ন ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক দেবতাকে পদদলিত করেন (বিঘ্নান্তক গণেশকে, বজ্রহুঙ্কার ভৈরবকে, ভূতডামর অপরাজিতকে, বজ্র জ্বালানলার্ক বিষ্ণুকে এবং ত্রৈলোক্যবিজয় শিবকে), যাঁদের প্রসঙ্গে আমরা আসব এরপর, তাঁদের সেই ভঙ্গিমাটি কিন্তু শিবকে পদদলিত করা কালীর মূর্তিকল্পনায় ঐতিহাসিক অবচেতন হিসেবে সক্রিয়, সে মধ্যযুগে যতই এই মূর্তির ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক ও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা তৈরি করা হোক না কেন।

আসলে এই কালী হিন্দু বা বৌদ্ধধর্ম কারও একার মাতৃকা নন - ইনি উপমহাদেশের সুপ্রাচীন প্রকৃতিমাতৃকা। আদি অর্থাৎ থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম ও আদি ব্রাহ্মণ্যধর্ম (উভয়েই পুরুষতান্ত্রিক ধর্ম) তাঁর সামনে অসহায় বোধ করেছে, শেষে আত্মসমর্পণ করেছে। বৌদ্ধ আত্মসমর্পণের নথি লিখেছে বজ্রযান আর ব্রাহ্মণ্য আত্মসমর্পণের নথি লিখেছে শাক্ত, তাতে প্রকৃতির প্রতি কিছু কিছু চোরাগোপ্তা ও প্রকাশ্য অন্তর্ঘাতও আছে, থাকাই স্বাভাবিক, কিন্তু প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ সর্বোপরি সত্য হিসেবে প্রতিভাত। আমরা এখন বজ্রযানের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করব।

কালী কাল্ট তৈরি হওয়ার সময় নীলা, ছিন্নমস্তা ও প্রত্যঙ্গিরা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন, যাঁদের মধ্যে নীলা ও ছিন্নমস্তা বৌদ্ধ তন্ত্রে যথাক্রমে তারা ও বজ্রযোগিনী নামে পরিচিত ছিলেন, এবং প্রত্যঙ্গিরা-সহ এঁরা সবাই অক্ষোভ্য-র সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছেন বলে জে-ইউন শিন পর্যবেক্ষণ করেছেন (৯৮); অক্ষোভ্য একজন ধ্যানী বুদ্ধ, আর বলা বাহুল্য তিনি পুরুষ চরিত্র। তবে কালীর বর্তমান মূর্তিরূপের উত্থানে সত্যিই অক্ষোভ্য কুলের গুরুত্ব অপরিসীম বলে আমি মনে করি, এবং আমরা বিস্তারিত আলোচনায় যাব। পালযুগ, একাদশ শতকের বজ্রযোগিনী মণ্ডলের বজ্রবর্ণনী বা বজ্রবৈরোচনী। ঋরঃপযনঁৎম মিউজিয়ামে রক্ষিত। যদিও মিউজিয়ামে একেই বজ্রযোগিনী বলা হয়েছে।

বজ্রযোগিনী, তিব্বতী চিত্র। তাঁর শ্যামবর্ণা সঙ্গীর পৃথক উপাসনা কালীর বর্তমান মূর্তিরূপের উৎসরণ-এ একটি ল্যান্ডমার্ক হিসেবে ঘটেছে।

বজ্রযানের মূর্তিকল্পনা ও কালীমূর্তির বিবর্তন আলোচনায় পুরুষ ও প্রকৃতির নৈকট্য আসবে। খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, তাই এখানে বলে রাখি, একটি প্রাচীন শ্যামারূপ কল্পনায় কৃষ্ণরূপের সঙ্গে আশ্চর্য নৈকট্য পাই। "āradātilaka also gives us the 'mantra' for meditation

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

'চিকিৎসা নিতে করাচি যান, ভারতে নয়', বাংলাদেশিদের ভিসা বাতিলের দাবি শুভেন্দুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইসকনের সন্ন্যাসী তথা চট্টগ্রামের পুণ্ডরীক ধামের অধ্যক্ষ চিন্ময় প্রভুর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার প্রতিবাদে ভারতে বাংলাদেশিদের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার দাবি তুলল বিজেপি। বুধবার কলকাতায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনের দপ্তরে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির নেতা শুভেন্দু অধিকারীরা দাবি জানালেন, ভিসা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। সীমান্ত বাণিজ্যেও অনুমোদন বাতিল করা হোক। শুভেন্দুর মন্তব্য, 'মেডিক্যাল ভিসাও বন্ধ করতে হবে। তারা চিকিৎসা নিতে করাচি, লাহোর যান, এখানে আসবেন না।'

সীমান্ত বাণিজ্য ছাড়াও বিভিন্ন কাজে ভারত-বাংলাদেশের জনসাধারণের যাতায়াতের অন্যতম কারণ চিকিৎসা পরিষেবা। কলকাতার বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি হাসপাতালে উন্নতমানে চিকিৎসা নিতে প্রায় সারাবছর ধরেই সেখানে যান বাংলাদেশিরা। করোনাকালে সীমান্ত বন্ধের ফলে ভিসা না দেয়া হলেও মেডিক্যাল ভিসা কখনও বন্ধ হয়নি। কিন্তু এবার সেই ভিসা বাতিলের দাবি তুললেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। চিন্ময় প্রভুর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা ও তৎপরবর্তী উত্তেজনাকর পরিবেশ নিয়ে বুধবার বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনে যান বিজেপির ৮ প্রতিনিধি। ডেপুটি হাই কমিশনারের কাছে তারা দাবি করেন, অবিলম্বে ভিসা বন্ধ করা হোক। সীমান্ত আমদানি-রপ্তানির অনুমোদনও বাতিল হোক। এছাড়া যারা চিকিৎসার জন্য পদ্মাপাড় থেকে কলকাতায় আসেন, তারা আর আসবেন না বলে দাবি শুভেন্দুর।

এনিয়ে একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়েছে বিজেপি। এদিন শুভেন্দু জানান, বৃহস্পতিবার দুপুর ২টায় বঙ্গীয় সনাতন হিন্দু সমাজ সমাবেশের আয়োজন করেছে। এটা কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়। তাই সকলকে এই সমাবেশে যোগ দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। এছাড়া সোমবার বিজেপি পেট্রাপোল সীমান্তে পণ্যবাহী যানচলাচলের পথ অবরোধ করার কর্মসূচি নিয়েছে। সেখানে থাকবেন খোদ শুভেন্দু। তবে যাত্রীবাহী গাড়িগুলির উপর কোনও প্রভাব পড়বে না বলে আশ্বস্ত করেছেন তিনি। চিন্ময় প্রভুকে নিঃশর্তে মুক্তি না দিলে আগামী ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবসে কলকাতায় মহাসমাবেশের ডাক দেয়া হয়েছে।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

লক্ষ্মী দেবীর বাহন

লক্ষ্মী দেবীর বাহন পেঁচা কেন? পেঁচা লক্ষ্মী দেবীর সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম ধারণ করে। পেঁচা কুৎসিত ও দিবান্ধ। যারা সারা জীবন শুধু ধনলাভের চিন্তায় মগ্ন থাকে, তারা ঐ পেঁচার মতই অন্ধ হয়ে যায়। তাই জ্ঞানের আলো তাদের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। পেঁচা যেমন কালো অন্ধকারে পথ চলে, ধনলোভীরাও তেমনি কালো পথে অর্থাৎ অসৎ পথে ধাবিত হয়। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ভারতের সৌর মিশন, পৃথিবী ও মহাকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের প্রথম সৌর পর্যবেক্ষণ মিশন "অদিতি-এল১" ২০২৩ সালের ১৬ জুলাই এর প্রথম ফলাফল প্রকাশ করেছে,যা ছিল পৃথিবী ও মহাকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।অদিতি-এল১ মিশনের অন্যতম বৈজ্ঞানিক যন্ত্র "ভিজিবল এমিশন লাইন কোরোনাগ্রাফ" (ভেলক) একটি করোনাল ম্যাস ইজেকশন (CME) এর সঠিক সময় নির্ধারণ করতে সাহায্য করেছে, যা সূর্যের বাইরের স্তর থেকে বেরিয়ে আসে।

সিএমই(CME) হলো সূর্যের বাইরের স্তর থেকে বিশাল আগুনের বলের মতো যা অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং এটি পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছাতে মাত্র ১৫ ঘণ্টা সময় নিতে পারে।গত১৬ জুলাই, অদিতি-এল১ মিশন একটি সিএমই ট্র্যাক করেছে,তবে এটি পৃথিবীর উপর আঘাত করেনি।তবে, সিএমই সাধারণত পৃথিবীর আবহাওয়া ও মহাকাশে স্যাটেলাইটগুলোর ওপর প্রভাব ফেলে।

একটি সিএমই যখন পৃথিবীর দিকে চলে আসে,তখন তা মহাকাশে থাকা প্রায় ৭,৮০০টি স্যাটেলাইটের ইলেকট্রনিক্সে সমস্যা তৈরি করতে পারে,শক্তি গ্রিড ভেঙে যেতে পারে এবং পৃথিবীর যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে।১৮৫৯ সালে ক্যারিংটন ইভেন্ট নামে এক শক্তিশালী সিএমই পৃথিবীর টেলিগ্রাফ লাইন বন্ধ করে দিয়েছিল এবং ২০১২ সালে আরও একটি শক্তিশালী সিএমই পৃথিবীকে পার করে গেছে।তবে সৌভাগ্যক্রমে,তা পৃথিবীর ক্ষতি করেনি।

অদিতি-এল১ মিশন পৃথিবী থেকে সূর্যের বাইরের স্তর,অর্থাৎ কোরোনা,২৪ ঘণ্টা একটানা পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম।এই মিশনটি সৌর সম্পর্কিত গবেষণায় একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।ভারত এখন পৃথিবী থেকে সূর্যকে পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম দেশ হিসেবে উঠে এসেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর রমেশ বলেছেন, "অদিতি-এল১ মিশনটি আমাদের সৌর সম্পর্কিত গবেষণাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে এবং এটি সূর্য থেকে শুরু হওয়া সিএমইয়ের পূর্বাভাস দিতে সহায়ক হবে।"ভারতের এই সৌর মিশন পৃথিবী ও মহাকাশ গবেষণার জন্য এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে এবং আমাদের প্রযুক্তিগত সুরক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সিনেমার খবর

cinema TV

এআর রহমানের বিচ্ছেদ, মোহিনীর সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন; কি বলছেন পুত্র-কন্যা?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : গত ৭২ ঘণ্টা ধরে ব্যক্তিজীবন নিয়ে সংবাদের শিরোনামে এআর রহমান। সায়রা বানুর সঙ্গে দীর্ঘ ২৯ বছরের দাম্পত্যের অবসান। বুধবার রাতে রহমানের স্ত্রী সায়রার আইনজীবী এই খবর প্রকাশ্যে আনেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে খবরে সিলমোহর দেন এআর রহমানও। ঠিক তার পরের দিনই এআর রহমানের গানের দলের বেসিস্ট মোহিনী ডে'ও তার বিবাহবিচ্ছেদের খবর প্রকাশ করেন। শুরু হয় নেটপাড়ার নীতি পুলিশি।

পর পর বিচ্ছেদের খবর শুনে দুইয়ে-দুইয়ে চার শুরু করেন নেটিজেনরা। প্রশ্ন ওঠে, তবে কি বাঙালি বেসিস্টের জন্যই রহমান-সায়রার দাম্পত্যে ফাটল? এই বিতর্কে বিরক্ত এআর রহমানের পরিবার। এবার মুখ খুললেন এআর রহমানের পুত্র আমিন। সোশ্যাল মিডিয়ায় দীর্ঘ পোস্ট করেছেন তিনি। আমিন স্পষ্ট জানিয়েছেন, বৃথাই মানুষ দু'টি বিচ্ছেদের মধ্যে যোগ খুঁজছেন। কঠিন সময়ে গুজব না ছড়ানোর অনুরোধ করেছেন তিনি।

আমিন তার পোস্টে লেখেন, "আমার বাবা একজন ঐতিহ্যশালী শিল্পী। শুধুই নিজের কাজের জন্য নয়। তার মূল্যবোধের জন্যও তিনি মানুষের ভালোবাসা ও সম্মান অর্জন করেছেন। তাই এই ভিত্তিহীন গুজব ছড়িয়ে পড়ছে দেখে সত্যিই খুব খারাপ লাগছে।"

এআর রহমান-পুত্র আরও লেখেন, "কারও জীবন নিয়ে কথা বলার সময় সত্যতার কথা যেন আমরা মাথায় রাখি। দয়া করে এই ধরনের গুজবে কান দেবেন না এবং ভুল তথ্য ছড়াবেন না। ওর সম্মান যাতে সংরক্ষিত থাকে, সেই দিকটা দেখি চলুন।"

রহমানের মেয়ে রহিমাও এই গুজবের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। তিনি লিখেছেন, 'সর্বদা মনে রাখবেন, গুজবের জন্ম দেয় নিন্দুকেরা। ছড়িয়ে দেয় বোকারা। সেটা বিশ্বাস করে নির্বোধরা।'

আসলে নাম না করেই বাবাকে নিয়ে ছড়িয়ে পড়া গুজবের কড়া জবাব দিলেন রহিমা।

কেমোর তীব্র যন্ত্রণা নিয়েই 'বিগ বস'-এ হিনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : স্তন ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করছেন ভারতের অভিনেত্রী হিনা খান। তবে ক্যানসারে আক্রান্ত হলেও কাজ থামিয়ে রাখেননি অভিনেত্রী। একাধিক পোস্টে হিনা সাফ জানিয়েছেন, শারীরিক অসুস্থতা থাকলেও তিনি কাজ চালিয়ে যাবেন। কাজই তার মন ভাল রাখে। ক্যানসারের চিকিৎসা চলছে হিনার। কেমো নেওয়ার অভিজ্ঞতাও ভাগ করে নিয়েছেন তিনি। এই সবের মধ্যেই এবার হিনা পৌঁছে গেলেন 'বিগ বস ১৮'-তে।

'বিগ বস ১১'-তে নজর কেড়েছিলেন হিনা। একটুর জন্য জয়ী হতে পারেননি তিনি। সেই সিজনে জয়ী হয়েছিলেন শিল্পা শিন্দে। তবে দ্বিতীয় স্থানে থাকলেও প্রচারের আলোয় হিনাকেই বেশি দেখা গিয়েছিল। ফের সেই 'বিগ বস'-এ অভিনেত্রী। তবে 'বিগ বস'-এর অন্দরমহলে তিনি যাচ্ছেন না। সপ্তাহান্তে 'উইকেন্ড কা ভার' এপিসোডেই তাকে দেখা যাবে।

সালমান খানের সঙ্গে এক মঞ্চে দেখা যাবে হিনাকে। সেই মঞ্চ থেকেই 'বিগ বস'-এর ঘরের প্রতিযোগীদের সঙ্গে কথা বলবেন অভিনেত্রী। সহজেই অনুমান করা যায়, নিজের পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রতিযোগীদের সঙ্গে ভাগ করে নেবেন তিনি।

কয়েক মাস আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হিনা নিজেই ঘোষণা করেছিলেন, তিনি ক্যানসারের তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছেন। ক্যানসারে আক্রান্ত হলেও কেন কাজ থেকে বিরতি নিচ্ছেন না, তা নিয়েও একটি পোস্ট করেছিলেন হিনা। জীবনের এই পর্বে বহু ক্যানসার আক্রান্তের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে এবং তারাই সাহস জুগিয়েছেন বলে জানান অভিনেত্রী। হিনা লিখেছিলেন, "বহু ক্যানসার আক্রান্ত মানুষের সঙ্গে গত কয়েক দিনে আলাপ হয়েছে। কারও অবস্থা আমার থেকে ভাল। কারও অবস্থা আমার থেকেও খারাপ। কিন্তু যেভাবে তারা এই রোগের সঙ্গে লড়াই করছেন, তা-ই আমার কাছে অনুপ্রেরণা। কেমো নেওয়ার পরে তারা লোকাল ট্রেন বা বাসে যাতায়াত করেন। তাও তাদের মুখে হাসি থাকে। কেউ কেউ চিকিৎসকের কাছে একাই আসেন। তারপরে অফিসে যান।" এই অভিজ্ঞতাগুলোই আরও সাহস জুগিয়েছে হিনাকে।

মুক্তি পেল মমতা ব্যানার্জির 'কন্যাশ্রী' নিয়ে নির্মিত 'সুকন্যা'

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ২০২৩ সালের দুর্গাপূজার সময়ে শেষ হয়েছিল কলকাতার সিনেমা 'সুকন্যা'র শুটিং। ছবিতে বিরোধী নেত্রী থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ওঠায় মমতা ব্যানার্জির যাত্রাপথ দেখানো হয়েছে। বিশেষ করে মমতার 'কন্যাশ্রী' প্রজেক্টের সফলতার গল্পও উঠে এসেছে। চলচ্চিত্রটির সম্পাদনা, ডাবিং ও অন্যান্য কাজ শেষ করে গত ৩০ আগস্ট মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই ৯ আগস্ট ঘটে যায় আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসককে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনার মিছিল-মিটিং-পথসভা এবং জুনিয়ার ডাক্তারদের কর্মবিরতি। সেই বিবেচনায় মুক্তি পায়নি চলচ্চিত্রটি।

অবশেষে ২২ নভেম্বর মুক্তি পেয়েছে এটি। আরজি কর-কাণ্ড নিয়ে যে নাগরিক আন্দোলন তৈরি হয়েছিল, তা প্রায় থিতিয়ে গেছে। ভারতীয় পত্রিকার দাবি, 'সময়' বুঝে এখন মুক্তি পাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প 'কন্যাশ্রী' নিয়ে নির্মিত ছবি 'সুকন্যা'। উজ্জ্বল মিত্র পরিচালিত এই ছবিতে অভিনয় করেছেন এক তৃণমূল নেতা এবং রাজ্যের এক মন্ত্রী। শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, খরাজ মুখোপাধ্যায়, দেবশঙ্কর নাগেরা। কনীনিকা অভিনয় করেছেন মমতার চরিত্রে। রাজ্য পুলিশের ডিজি-র চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাজ্যসভার প্রাক্তন তৃণমূল সংসদ সদস্য শান্তনু সেন।

প্রযোজক সমীর কলকাতার গণমাধ্যমকে বলেন, 'বাণিজ্যিক কারণে সেই সময়ে ছবি মুক্তির ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ, পরিস্থিতি অন্য রকম ছিল।'

জানা গেছে, সিনেমার গল্পে, মমতার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ওঠার যাত্রাপথ দেখানো হয়েছে। সেই সঙ্গে দেখানো হয়েছে একটি কন্যাসন্তানকে নিয়ে একা মায়ের লড়াই। সেই সন্তানই সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন। হয়ে উঠছেন এক জন আইপিএস অফিসার।

পরিচালক উজ্জ্বলের বর্ণনায়, 'নারীদের অধিকার এবং নারী ক্ষমতায়নের বিষয় তুলে ধরা হয়েছে ছবিতে। অর্থাৎ কন্যাশ্রী প্রকল্পকে জোর দেওয়া হয়েছে।'

কলকাতায় গুলশান কলোনি তৈরি করছে বাংলাদেশিরা, দাবি রুদ্রনীলের

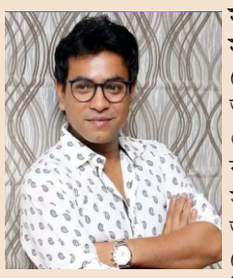

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গা মুসলিমরা ভারতে অবৈধভাবে প্রবেশ করছে, এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন বঙ্গ বিজেপির সাংস্কৃতিক সেলের আহ্বায়ক অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ। ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দিয়ে রুদ্রনীল দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় অবৈধভাবে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের ঢোকানো হচ্ছে। তিনি জানান, বিশেষ করে কলকাতার কসবা ও গুলশান কলোনি এলাকায় এসব অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা বেড়েছে।

রুদ্রনীল ঘোষ তার স্ট্যাটাসে বলেন, এড়িয়ে যাবেন না। দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে সত্যিটাকে ভয় পান। এক অপদার্থ রাজ্য সরকার শুধু ক্ষমতা, টাকা আর ভোটের লোভে কীভাবে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিয়েছে রাজ্যবাসী আর দেশকে, ভাবুন। কাঁটাতারহীন ২২০০ কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে হু হু করে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে পড়ছে অবৈধ বাংলাদেশি আর রোহিঙ্গা মুসলমানরা। কেন্দ্র সরকার রাজ্যের কাছে বারবার জমি চাইলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা দেননি।

অভিনেতা আরো অভিযোগ করেন, এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা শুধু রাজ্য নয়, দেশের জন্যও ক্ষতিকর। তৃণমূল নেতারা তাদের ভোটার কার্ড তৈরি করে দিচ্ছেন, যাতে তারা বেআইনি ভাবে ভোট দিতে পারে। এতে রাজ্যের জনসংখ্যায় বাড়ছে অবৈধ ভোট ব্যাংক।

রুদ্রনীল ঘোষ তার পোস্টে আরও উল্লেখ করেন, দক্ষিণ কলকাতার কসবা অঞ্চলে (রুবি মোড়/অ্যাক্রোপলিস মল এলাকার কাছাকাছি) গত কিছুদিন আগে যে তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত গুলি খেয়ে বেঁচে গিয়েছিলেন, সেখানেই গুলশান কলোনি নামে একটি স্থান তৈরি হয়েছে। এই কলোনি 'মিনি বাংলাদেশ' হিসেবে পরিচিত। আর এই এলাকার তৃণমূল নেতা জাভেদ খান এর মূল দখলদার, যিনি মমতা মন্ত্রীসভার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী।

তিন বলেন, এখন অবধি, যেখানেই তৃণমূলের নেতা বা কাউন্সিলররা আছেন, সেখানেই অবাধে বেআইনি রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশীদের বসবাস বেড়ে যাচ্ছে। গুলশান শব্দটা এই এলাকার স্থানীয় ভাষায় পরিচিত নয়, এটি স্পষ্টতই বাইরের দেশ থেকে আসা মানুষের কলোনি।

রুদ্রনীল ঘোষ আরো অভিযোগ করেন, দক্ষিণ কলকাতার সল্টলেক, রাজারহাট, হাওড়া, মেদিনীপুর, বারাসত, মধ্যমগ্রাম, উত্তর ২৪ পরগনা এবং অন্যান্য সীমান্ত জেলা এখন তৃণমূলের অবৈধ ভোট ব্যাংকে পরিণত হচ্ছে। এসব এলাকায় অবৈধ ভোটার কার্ড তৈরি করে, রোহিঙ্গা মুসলিমরা ছড়িয়ে পড়ছে ভারতের নানা প্রান্তে। এতে দেশের নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়ে উঠছে।

এই পোস্টের পর নেটিজেনরা মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। অনেকেই রুদ্রনীলের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন, তাদের দাবি, বাংলাদেশ নিয়ে তিনি মিথ্যা অভিযোগ করছেন। আবার অনেকের মতে, বিজেপি সবসময় ধর্ম আর গুজবের রাজনীতি করে, মুসলমানদের নিয়ে এমন অভিযোগ নতুন নয়। তবে, কিছু মন্তব্যকারী রুদ্রনীলের শঙ্কার সঙ্গে একমত হয়ে বলেছেন, এটা সত্যিই উদ্বেগের বিষয় এবং উচিত পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ধরনের অভিযোগ পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে দিতে পারে, বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হওয়ার কারণে।

অভিষেক-ঐশ্বরিয়ার বিচ্ছেদের গুঞ্জন, অমিতাভের ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবার ছেলে অভিষেক বচ্চন ও পুত্রবধূ ঐশ্বরিয়া রাইয়ের বিচ্ছেদের গুঞ্জন নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট দিলেন বিগ বি অমিতাভ বচ্চন। গুঞ্জন রয়েছে, বচ্চন পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না ঐশ্বরিয়ার। বিশেষ করে শাশুড়ি জয়া ও ননদ শ্বেতা বচ্চনের সঙ্গে তার তিক্ততা তৈরি হয়েছে। যার ফলে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বাবার বাড়িতে গিয়ে থাকছেন এই অভিনেত্রী।

সব মিলিয়ে ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে সংসার ভাঙার পেছনে নানা কারণ সামনে আসছে। এর মধ্যে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট দিয়ে অমিতাভ বচ্চন নিজের ব্লগে লিখেছেন, 'এক জীবনে নিজেকে অন্যদের থেকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করতে অপরিসীম বিশ্বাস, সাহস ও সততা প্রয়োজন। পরিবার নিয়ে আমি খুবই কম কথা বলি। কারণ এটি আমার রাজ্য এবং এর গোপনীয়তা বজায় রাখতে চাই। গুজব আর গুজব...। যাচাইবাছাই ছাড়া এসব গুজব মিথ্যা।'

কোনো কিছু লেখার আগে তথ্য যাচাই করার কথা স্মরণ করে অমিতাভ বচ্চন বলেন, 'কোনো কিছু লেখার আগে যাচাই করে নেওয়া উচিত। অনেকে খবর নিয়ে যাচাই করেই লিখতে চান। তবে তারা স্বেচ্ছায় যে পেশা বেছে নিয়েছেন, সেটাকে কখনো চ্যালেঞ্জ করব না। বরং সমাজের জন্য করা কাজের প্রশংসাই করব। কিন্তু মিথ্যা অথবা কোনো ঘটনাকে 'প্রশ্ন' চিহ্ন দিয়ে লিখলে তা হয়তো আইনত সমস্যা হবে না। তবে যে সন্দেহের বীজ মানুষের মনে বপন করে দেবেন, সেখানেই আসল প্রশ্ন থেকে যায়।'

প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে লেখা খবরের নেতিবাচক প্রভাব ব্যাখ্যা করে অমিতাভ বচ্চন বলেন, 'আপনি যা পছন্দ করেন তা লিখুন। কিন্তু আপনি এটিকে 'প্রশ্ন' চিহ্ন দিয়ে রাখছেন। আপনি বলছেন এটি প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। কিন্তু পাঠক এটিকে খুব নীরবে বিশ্বাস করছেন।'

ক্ষোভ প্রকাশ করে অমিতাভ বচ্চন বলেন, 'অসত্য বা সন্দেহজনক মিথ্যা এবং প্রশ্ন চিহ্ন দিয়ে করা খবরে গোটা দুনিয়া ভরে যাক। এটি ওই ব্যক্তিকে কতটা প্রভাবিত করতে পারে অথবা পরিস্থিতি যাইহোক আপনি হাত ধুয়ে নিয়েছেন। তাতে আপনাদের কী!' ২০০৭ সালের ২০ এপ্রিল বিয়ে করে সংসার জীবন শুরু করেন অভিষেক-ঐশ্বরিয়া। ২০১১ সালের ১৬ নভেম্বর এই দম্পতির ঘর আলো করে জন্ম নেয় কন্যা আরাধ্য।

নিজের মতো করেই

নেতৃত্ব দেবেন বুমরাহ

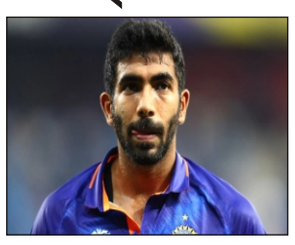

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ক্যারিয়ারের প্রায় পুরোটাই রোহিত শার্মা ও বিরাট কোহলির নেতৃত্বে খেলেছেন জাসপ্রিত বুমরাহ। দুই সতীর্থের দল পরিচালনার কৌশল, ধরন খুব কাছ থেকে দেখেছেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই তাদের থেকে শিখেছেন অনেক কিছুই। তবে নিজের অধিনায়কত্বে রোহিত-কোহলির ছায়া দেখতে চান না বুমরাহ। বোলিংয়ের মতো দল পরিচালনায়ও নিজের সহজাত প্রবৃত্তিকেই প্রাধান্য দেবেন ভারতীয় তারকা পেসার।

বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি ধরে রাখার অভিযানের শুরুতে নিয়মিত অধিনায়ক রোহিতকে পাচ্ছে না ভারত। সন্তান জন্মের সময় স্ত্রীর পাশে থাকতে সতীর্থদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় যাননি তিনি। গত শুক্রবার পৃথিবীর আলোয় এসেছে রোহিত-রিতিকা দম্পতির দ্বিতীয় সন্তান। এখনও ভারতে থাকা রোহিতের দ্বিতীয় টেস্টের আগে দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা। অধিনায়কের অনুপস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়া সফরের প্রথম টেস্টে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন সহ-অধিনায়ক বুমরাহ। পার্থে শুক্রবার শুরু দুই দলের মাঠের লড়াই।

ভারতের অধিনায়কত্ব করার তেমন অভিজ্ঞতা নেই বুমরাহর। এখন পর্যন্ত কেবল তিনটি ম্যাচ তার নেতৃত্বে খেলেছে দলটি। যেখানে একটি টেস্টও রয়েছে। ২০২১-২২ মৌসুমে দুই ভাগের ইংল্যান্ড সফরের পঞ্চম ও শেষ টেস্টের আগে রোহিত কোভিড-১৯ আক্রান্ত হলে সুযোগটি পান বুমরাহ। ম্যাচটি হেরে যায় ভারত। অস্ট্রেলিয়া সফরের শুরুতেই তাই বুমরাহর সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ। বোলিংয়ের পাশাপাশি তার কাঁধে থাকবে নেতৃত্বের বাড়তি চাপও। কীভাবে সামাল দেবেন তিনি, বৃহস্পতিবার (২১ নভেম্বর) সংবাদ সম্মেলনে তুলে ধরলেন সেটা।

তিনি জানান, "নিজের পথ নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে, আপনি কাউকে অন্ধভাবে অনুকরণ করতে পারবেন না। অবশ্যই তারা দুজনই (রোহিত ও ভিরাট) খুব সফল এবং অনেক ভালো ফলাফল পেয়েছে, তবে আমার পথ বোলিংয়ের ক্ষেত্রেও কোনো কপিবুক পরিকল্পনা অনুসরণ করিনি, যেমনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমি কখনও কাউকে আদর্শ হিসেবে অনুসরণ করিনি এবং আমার সহজাত প্রবৃত্তিতে চলি। আমি সবসময় এভাবেই ক্রিকেট খেলেছি।"

বুমরাহ আরও বলেন, "সহজাত প্রবৃত্তি এবং সাহসের উপর আমার অনেক বিশ্বাস রয়েছে, তাই আমি এটা নিয়েই মাঠে নামি। একজন বোলার হিসাবে আপনি সব সময় অনেক পরিকল্পনা করেন, আপনার কী করতে হবে এবং খেলার সময় কীভাবে মানিয়ে নিতে হবে সে সম্পর্কে আপনি ভালোভাবে জানেন। আমি যতটা পারি এই সব কিছুই সামাল দেওয়ার চেষ্টা করি।"

অস্ট্রেলিয়া সফরে এবার পাঁচ টেস্ট খেলবে ভারত। দেশটিতে আগের দুই সফরে টেস্ট সিরিজ জিতে ফিরেছিল উপমহাদেশের দলটি। সব মিলিয়ে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির সবশেষ চার সিরিজেই জিতেছে ভারত।

ব্রাজিল ফুটবলের সভাপতি হচ্ছেন রোনালদো!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : অনেক দিন ধরেই সময়টা ভালো যাচ্ছে না ব্রাজিলের ফুটবলে। পুরো দলে একপ্রকার পরিবর্তনও খুব একটা কাজে দিচ্ছে না। কোচ দরিভাল জুনিয়রের উড়ন্ত শুরুটাও অনেকটা মাটিতে নেমেছে সময়ে সময়ে। চলতি বছর মহাদেশীয় আসরে শেষ চারেও যেতে পারেনি ব্রাজিল। হারতে হয়েছিল উরুগুয়ের কাছে। বছরের শেষ ম্যাচেও সেই একই প্রতিপক্ষের কাছে হতাশাজনক এক ড্র করেছে সেলেসাওরা।

দেশের ফুটবলের এই দশা দেখে হতাশ রোনালদো নাজারিও। বিশ্বকাপ জয়ী এই স্ট্রাইকারের মতে, একটা বড় পরিবর্তনের বিকল্প নেই। আর সেটা করতে নিতে চান বড় দায়িত্বও। ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি হতে চান তিনি।

নিজের 'ফেনোমেনোস ফাউন্ডেশন'-এর এক নিলামের অনুষ্ঠানে সম্প্রতি রোনালদো বলেছেন, 'গত কয়েক বছর ধরেই আমি সিবিএফ সভাপতি হওয়ার ব্যাপারে আমার ইচ্ছার কথা বলে আসছি। এতে পরিবর্তন আসেনি। আমরা সঠিক মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছি, আমি শতভাগ প্রস্তুত। ব্রাজিলিয়ান ফুটবলে একটা বড় পরিবর্তন দরকার। আমি (সভাপতি পদে) প্রার্থী নই, সামনে কোনো নির্বাচন নেই। এটা শুধুই আমার ইচ্ছা।'

ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের (সিবিএফ) পরবর্তী নির্বাচন ২০২৬ সালের মার্চের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। তার আগে রোনালদোর এমন মন্তব্য বলে দেয়, তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যাপারে প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

ব্রাজিলিয়ান গণমাধ্যম বলছে, যদি সিবিএফের সভাপতি হন রোনালদো, তাহলে তার প্রথম কাজ হবে কোচ বদল করা। ম্যানচেস্টার সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা, যিনি ২০২৭ সাল পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ, তাকে ব্রাজিল জাতীয় দলের কোচ হিসেবে নিয়োগের আপ্রাণ চেষ্টা চালাবেন রোনালদো।

'সৌদিতে টাকার জন্য নয়, জিততে এসেছি'

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : প্রায় দুই দশক ধরে ইউরোপের ক্লাব ফুটবলের মধ্যমণিদের একজন হয়ে ছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদ ও জুভেন্তাসের মতো পরাশক্তিদের হয়ে খেলেছেন তিনি। তবে ইউরোপে তার সাফল্যমণ্ডিত অভিযানের ইতি ঘটিয়ে ৩৯ বছর বয়সী এই পর্তুগিজ তারকা এখন খেলছেন এশিয়ার দেশ সৌদি আরবের লিগে। ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপের পর অনেকটা চমক জাগিয়ে সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরে যোগ দেন তিনি। আল নাসরের সঙ্গে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো চুক্তি করায় অনেকেই নাক সিঁটকিয়েছিল। সৌদি আরবের লিগে কেন নাম লেখাতে যাবেন পর্তুগিজ তারকা। ক্যারিয়ারের গোধূলিলগ্নে পৌঁছায় অনেকে এমন বলছিলেন তাকে আর কে দলে ভেড়াবে। তাই টাকার লোভেই সৌদিতে নাম লিখিয়েছেন পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী। তাকে নিয়ে এমন সমালোচনাই হচ্ছিল তখন। আল নাসরে যাওয়ায় রোনালদোর ক্যারিয়ার শেষ অনেকেই ধরে নেন। তবে সেসব সমালোচককে দারুণ জবাব দিয়েছেন 'সিআর সেভেন'। মাঠের পারফরম্যান্সের পর এবার মুখেও জবাব দিলেন তিনি।

সৌদি আরবের ফুটবল নিয়ে নেটফ্লিক্সের ডকুমেন্টারিতে তিনি বলেছেন, 'আমি এখানে জিততে এসেছি। লিগকে আরও উন্নত করতে। নিজের লিগ্যাসি রেখে যেতে চাই। এসবই আমি চাই। তারা (সমালোচক) বলেছিল আমি শেষ। এখানে শুধু টাকার জন্যই এসেছি। কিন্তু আবেগটা এখনও আগের মতোই অনুভব করি। তারা সেটি বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু আমি এখানে জিততেই এসেছি।'

এখন পর্যন্ত নাসরের জার্সিতে ৮৫ ম্যাচ খেলেন গোল করেছেন ৭৪টি। ২০২৩ সালে জিতেছেন আরব চ্যাম্পিয়ন্স কাপ, ফাইনালে তিনি দুটি গোলও করেন। তবে এখনও এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লীগ কিংবা সৌদি প্রো লীগের মতো বড় শিরোপার স্বাদ পাননি পর্তুগিজ তারকা। পেশাদার ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার রেকর্ডটি রোনালদো দখলে নিয়েছেন আগেই। পর্তুগাল জাতীয় দল এবং বেশ কয়েকটি ক্লাবের হয়ে এখন পর্যন্ত করেছেন ৯১০ গোল। ৯০০তম গোলের মাইলফলক ছোঁয়ার পর এক হাজার গোল করার স্বপ্নের কথাও জানিয়েছিলেন রোনালদো। আগামী বছরের মাঝামাঝি পর্যন্ত আল-নাসরের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে তার।

ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের ফলাফল কী হবে জানালেন পন্টিং

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : অস্ট্রেলিয়ায় সবশেষ বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির ফলাফল নিয়ে রিকি পন্টিংয়ের ভবিষ্যদ্বাণী পুরোপুরি উল্টো হয়। সেবার স্বাগতিকদের পক্ষে বাজি ধরে হারেন তিনি। স্বাভাবিকভাবে এবারও উত্তরসূরিদেরই ফেভারিট মনে করছেন দেশটির সাবেক অধিনায়ক। তার মতে, ভারতকে এবার ৩-১ ব্যবধানে হারাবে প্যাট কামিন্সের দল।

পার্থে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার পাঁচ টেস্টের সিরিজটি শুরু হয়েছে আজ শুক্রবার। আগের দিন আইসিসি রিভিউয়ে ঘরের মাঠের আগের ভারত সিরিজ নিয়ে কথা বলেন পন্টিং। সঙ্গে তুলে ধরেন এবারের সিরিজটি নিয়ে তার ভাবনাও।

২০২০-২১ মৌসুমের বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে শুরুটা দুর্দান্ত করে অস্ট্রেলিয়া। অ্যাডিলেইডে প্রথম ম্যাচেই তুলে নেয় ৮ উইকেটের বড় জয়। যেখানে ৩৬ রানে দ্বিতীয় ইনিংসে গুটিয়ে যায় ভারত। তাদের টেস্ট ইতিহাসে যা সর্বনিম্ন দলীয় সংগ্রহ। ওই জয়ের পর অস্ট্রেলিয়ার আত্মবিশ্বাস ছিল তুঙ্গে। পন্টিংও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ২-১ ব্যবধানে জিতবে টিম পেইনের দল। কিন্তু ভারতের ব্যাটিং গ্রেট সুনিল গাভাস্কার বলেছিলেন উল্টোটা।

শেষ পর্যন্ত গাভাস্কারের কথাই সত্যি হয়। অধিনায়ক ভিরাট কোহলি প্রথম টেস্টের পর দেশে ফিরে গেলেও চোট-জর্জর জোড়াতালি দেওয়া দল নিয়েও স্মরণীয় সাফল্য পায় ভারত। চার টেস্টের সিরিজটি জিতে নেয় ২-১ ব্যবধানে। মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়াকে ৮ উইকেটে হারিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় ভারত। পরে অস্ট্রেলিয়ার দুর্গ ব্রিজবেনে ৩ উইকেটে জিতে ধরে রাখে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি। মাঝে সিডনি টেস্ট হয় ড্র।

ওই সফরের আগেরবারও (২০১৮-১৯ মৌসুমে) অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে সিরিজ জিতে এসেছিল ভারত। এই দুইবারের আগে অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজ জয়ের স্বাদ ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসেই ছিল না। অস্ট্রেলিয়ায় সবশেষ বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে ভারত যেভাবে তাকে ভুল প্রমাণ করেছিল, তাতে পন্টিং মুগ্ধ।

তিনি জানান, "আমার মনে হয়, আমি প্রথমে (২০২০-২১ মৌসুমে) ২-১ ব্যবধানে জয়ের কথা বলেছিলাম। এরপর সানি (সুনিল গাভাস্কার) আমার দিকে তাকালেন এবং বললেন 'সিরিজটি ২-১ ব্যবধানে হবে, তবে সেটা ভারতের পক্ষে।' আমি ভেবেছিলাম, অ্যাডিলেইডে তারা যেভাবে হেরেছিল, এখানে থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর কোনো উপায় নেই। কিন্তু তারা সেটা করেছিল।"

সম্প্রতি ভারতের সাবেক কোচ ও সাবেক অলরাউন্ডার রাভি শাস্ত্রী বলেন, এবারের সিরিজটি ৩-১ ব্যবধানে জিততে পারে যেকোনো দল। তবে পন্টিং একই ব্যবধানে জয়ী হিসেবে দেখছেন অস্ট্রেলিয়াকে। ২০১৪-১৫ মৌসুমে ঘরের মাঠে ভারতের বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। তারপর থেকে দুই দলের সবশেষ চারটি সিরিজই জিতেছে ভারত। এবার বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি পুনরুদ্ধার করবে অস্ট্রেলিয়া, আশায় আছেন পন্টিং।

তিনি বলেন, "সানি সেবার ভবিষ্যদ্বাণীতে আমার থেকে ভালো করেছে। আশা করি, রাভি এবার আমার থেকে ভালো করতে পারবে না। তাই ৩-১ ব্যবধানে অস্ট্রেলিয়ার জয়েই থাকব।"

আইপিএলের দিনক্ষণ জানাল

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড

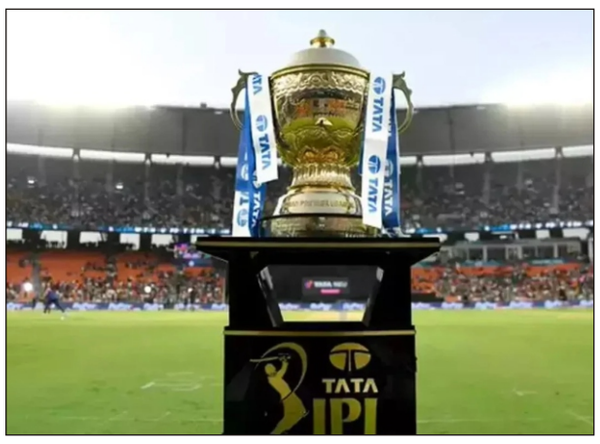

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আগামী বছর আইপিএল শুরু ১৪ মার্চ থেকে। নিলামের দু'দিন আগে ঘোষিত আইপিএল শুরুর দিন। জানিয়ে দেওয়া হল ফাইনালের দিনও। শুধু আগামী বছরের নয়, ২০২৭ পর্যন্ত আইপিএলের শুরু এবং শেষের দিন জানিয়ে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। আগামী বছর আইপিএলের ফাইনাল হবে ২৫ মে।

এর আগে কখনও তিন বছরের আইপিএলের দিন একসঙ্গে ঘোষণা করেনি বোর্ড। ২০২৫ থেকে ২০২৭ সাল পর্যন্ত এই দিন ঘোষণার কোনও কারণ যদিও কিছু জানায়নি তারা। আগামী মাসেই ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর পুত্র জয় শাহ আইসিসির চেয়ারম্যান পদে বসবেন। অর্থাৎ, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব হিসাবে আর মাত্র কয়েক দিন রয়েছেন জয়। তার আগে আগামী তিন বছরের আইপিএলের দিন ঘোষণা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

২০২৬ সালে আইপিএল শুরু হবে ১৫ মার্চ থেকে। ফাইনালে ৩১ মে। ২০২৭ সালে ১৪ মার্চ থেকে শুরু হবে আইপিএল। ফাইনাল হবে ৩০ মে। প্রতি বছরই ফাইনালগুলি রবিবার দেখে রাখা হয়েছে। আগামী তিন বছরের জন্য আইপিএলের দিন ঘোষণা করে দেওয়ায় আন্তর্জাতিক সিরিজগুলোও সেই ভাবে রাখা যাবে। কোনও ক্রিকেটারের আইপিএল খেলতে যাতে অসুবিধা না হয় সেই কারণে বোর্ড এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

২৪ এবং ২৫ নভেম্বর আইপিএলের নিলাম। সেই দু'দিনে ঠিক হবে, আগামী তিন বছর কোন কোন ক্রিকেটার কোন দলে খেলবেন। এ বারের বড় নিলামের পর আগামী দু'বছর মিনি নিলাম হবে। সেখানে খুব বেশি ক্রিকেটারকে নিলামে তোলা হবে না। তাই প্রতিটি দল তিন বছরের লক্ষ্য নিয়ে দল তৈরি করবে। বোর্ডও তাই তিন বছরের জন্য আইপিএলের দিন জানিয়ে দিল।

আরো দুই বছর ম্যানসিটিতে থাকবেন গার্দিওয়ালা

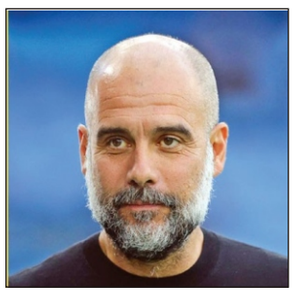

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ম্যান সিটিতেই থাকছেন পেপ গার্দিওয়ালা এটা আগেই আভাস দিয়েছিলো ক্লাব কর্তৃপক্ষ। তবে চুক্তির মেয়াদ কতদিন হবে তা নিয়ে কৌতুহল ছিল সবার। অবশেষে গার্দিওয়ালার সঙ্গে আরও দুই বছরের চুক্তি করেছে ম্যানচেস্টার সিটি। ২০২৭ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডেই থাকবেন স্প্যানিশ এই কোচ। চলতি মৌসুম শেষেই ইত্তিহাদে গার্দিওলার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল। এবারের মৌসুমের সব ধরনের প্রতিযোগিতার প্রথম ৪ ম্যাচে হেরে যাওয়ায় অনেকে ভেবেছিলেন গার্দিওয়ালার সঙ্গে আর নতুন করে চুক্তি করবে না ম্যানসিটি। কিন্তু সেই ভাবনা ভুল প্রমাণিত হলো। প্রিমিয়ার লিগে টানা চার মৌসুমে সিটিকে চ্যাম্পিয়ন করা ৫৩ বছর বয়সী কোচকে ছাড়লো না ইংলিশ চ্যাম্পিয়নরা। নতুন চুক্তি পূর্ণ হলে সিটিতে মোট ১১ বছর কাটাবেন গার্দিওয়ালা। নতুন চুক্তি করে গার্দিওয়ালা বলেন, 'মৌসুমের শুরু থেকেই আমি অনেক চিন্তা করছিলাম। আমি সৎ থাকতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এই মৌসুম শেষ হওয়া উচিত। কিন্তু গত মাসে আমাদের যে সমস্যা হয়েছিল তা অনুভব করেছি। এখন ছাড়ার সঠিক সময় নয়। আমি ক্লাবকে হতাশ করতে চাইনি।'

তিনি আরও বলেন, 'ম্যানচেস্টার সিটি আমার কাছে অনেক কিছু। আমরা একসঙ্গে অনেক দারুণ সময় পার করেছি। এই ফুটবল ক্লাবের জন্য আমার সত্যিই বিশেষ অনুভূতি রয়েছে। সেজন্য আরও দুটি মৌসুম থাকতে পেরে আমি খুব খুশি।' ২০১৬ সালে ম্যানচেস্টার সিটির কোচের দায়িত্ব নেন গার্দিওয়ালা। সিটিতে আসার পর জিতেছেন ১৫টি ট্রফি। এর মধ্যে ছিল ৬টি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ। এই মৌসুমে তার সুযোগ আছে প্রথম কোচ হিসেবে টানা ৫টি প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জেতার। আগের চুক্তির মেয়াদ এই মৌসুমের পরই শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সব প্রতিযোগিতা মিলে টটেনহাম, ব্রাইটন, স্পোর্টিং লিসবন ও বোর্নমাউথের কাছে হারের পর তার মনে হয়েছে, বিদায়ের জন্য সময়টা মোটেও উপযুক্ত নয়। এর আগে ৪ বছর বার্সেলোনা ও ৩ বছর বায়ার্ন মিউনিখের দায়িত্ব পালন করেছিলেন স্পেনের সাবেক এই ফুটবলার। গার্দিওলা ম্যানসিটির ইতিহাসের সবচেয়ে সফল কোচ। চলতি মৌসুমে প্রথম ৪ ম্যাচে হারলেও বর্তমানে প্রিমিয়ার লিগের টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে আছে ম্যানসিটি। শীর্ষে থাকা লিভারপুল থেকে ৫ পয়েন্ট কম আকাশী-নীলদের। কোচিং ক্যারিয়ারে এবারই প্রথম টানা হারে জর্জরিত সিটি। গার্দিওলা তাই ছন্দ ফিরে পাওয়াকেই লক্ষ্য বানিয়েছেন। তার কথা, 'ঘুরে দাঁড়াতে হবে। কারণ আমরা ছন্দে নেই। আর সেটা ফেরানোই আমাদের লক্ষ্য।'

বার্সার পারফরম্যান্সে গর্বিত মেসি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : গত মৌসুমের ব্যর্থতা ভুলে দুর্দান্ত গতিতে ছুটছে ফুটবল ক্লাব বার্সেলোনা। আর এই যাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন কোচ হান্সি ফ্লিক। সব মিলিয়ে বার্সেলোনার দারুণ ছন্দে থাকার বিষয়টিতে খুব গর্বিত দলটির সাবেক তারকা লিওনেল মেসি।

চলতি মৌসুমে লা লিগায় ১৩ ম্যাচের ১১টিতে জিতে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে বার্সা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে হার দিয়ে শুরু করলেও পরের তিন ম্যাচেই পেয়েছে জয়। দুই প্রতিযোগিতাতেই আসরে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড কাতালোনিয়ার দলটিরই।

দলের এমন পারফরম্যান্সের পেছনে যেমন আছে হান্সি ফ্লিকের অবদান, তেমনই দলের তরুণ খেলোয়াড়রা নিজেদের মেলে ধরে চলেছেন দারুণভাবে। এদের অধিকাংশই ক্লাবটির একাডেমি থেকে উঠে আসা ফুটবলার।

মেসি নিজেও 'লা মাজিয়া' থেকে উঠে এসে আলোকিত করেছেন ক্লাবটিকে। একাডেমির খেলোয়াড়দের এই ছড়ি ঘোরানোর ব্যাপারটিই বেশি আনন্দ দিচ্ছে আর্জেন্টাইন কিংবদন্তিকে। টিভিথ্রি-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গর্বভরে সেই কথাই বললেন আটবারের বর্ষসেরা ফুটবলার।

"বার্সেলোনার মূল দল যেভাবে ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব (একডেমির খেলোয়াড়দের মূল দলে জায়গা করে নেওয়া) করছে, তা দেখে আমি ভীষণ গর্বিত।"

গত মাসের এল ক্লাসিকোয় রিয়াল মাদ্রিদকে তাদেরই মাঠে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করে বার্সেলোনা। ওই ম্যাচে লামিনে ইয়ামাল-গাভিসহ দলটিতে ছিলেন তাদের একডেমির ৮ খেলোয়াড়। দলটির এমন পারফরম্যান্সে অবশ্য একদমই অবাক হননি মেসি।

"বার্সেলোনার দলটি দুর্দান্ত, যদিও আমি একটুও অবাক হইনি। এটা নতুন কিছু নয়, সবসময়ই এমনটাই দেখা যায়, কিংবা বলা যায় ১৩ বছর বয়সে আমি সেখানে যাওয়ার পর থেকে।"

"গত দুই বছর ধরে এই ছোট ছেলেগুলো নিজেদের মেলে ধরার সুযোগ পাচ্ছে, এটা দারুণ ব্যাপার। তাদেরকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে পারলে, এভাবেই তারা সাড়া দেবে, কারণ অন্য যে কারো চেয়ে তারা এই ক্লাবকে (খেলার ধরন) ভালোভাবে জানে। ছোটবেলা থেকেই তারা এভাবে খেলে অভ্যস্ত। তাদেরকে সুযোগ দিলে তারা এভাবেই প্রতিদান দেবে, আমাদের সময়ও এমনটা হয়েছে।"

কাম্প নউয়ে প্রায় দুই দশকের ক্যারিয়ার শেষে ২০২১ সালে মেসি যোগ দেন পিএসজিতে। ফরাসি ক্লাবটির সঙ্গে চুক্তি শেষে বর্তমানে তিনি খেলছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টার মায়ামিতে।

বার্সেলোনার জার্সিতে সম্ভব্য সব শিরোপাই একাধিকবার জেতেছেন মেসি। সেখানে ২০ বছরের বেশি সময়ের ক্যারিয়ারে, বার্সেলোনা মূল দলের হয়ে ৭৭৮ ম্যাচে করেছেন ৬৭২ গোল, দুটিই রেকর্ড।

স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR